প্রথম আলো

20 2

মেডিকেল শিক্ষার অকল্পনীয় চিত্র

এ অবস্থা আর চলতে পারে না

বৃহস্পতিবার *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত এক দীর্ঘ প্রতিবেদনে বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের মেডিকেল শিক্ষার যে চিত্র ফুটে উঠেছে তাতে প্রশ্ন জাগে, এই ব্যবস্থায় যেসব শিক্ষার্থী এমবিবিএস ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়ে এসে চিকিৎসকের পেশায় যোগ দিচ্ছেন, তাঁরা কী মানের চিকিৎসা দিতে সক্ষম?

প্রথমত, প্রয়োজনের তুলনায় ৬৩ শতাংশ কম শিক্ষক দিয়ে চলছে আমাদের মেডিকেল শিক্ষাদান। সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই। কিন্তু মেডিকেল শিক্ষা সাধারণ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা থেকে একেবারেই ভিন্ন প্রকৃতির। পর্যাপ্তসংখ্যক শিক্ষকের দ্বারা হাতে-কলমে পাঠদান নিশ্চিত না হলে স্নাতক পর্যায়ের চিকিৎসক গড়ে তোলা সম্ভব নয়। সে জন্য কোনো মেডিকেল কলেজে প্রতিবছর ৫০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হলে সেখানে কমপক্ষে ১৯৮ জন শিক্ষক প্রয়োজন। সিরাজগঞ্জ মেডিকেল কলেজে প্রতিবছর ৫০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়, কিন্তু সরকারি ওই কলেজটি পরিচালনা করা হচ্ছে মাত্র ১৮ জন শিক্ষক দিয়ে! এটা এককথায় অসম্ভব। আর খুলনা মেডিকেল কলেজের ৫০ শতাংশ শিক্ষক পদ শূন্য, অ্যানাটমি বিভাগে তা ৮০ শতাংশ। সরকারি মেডিকেল কলেজেরই যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর অবস্থা কত খারাপ হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। *প্রথম আলোর* প্রতিবেদন বলছে, শরীয়তপুরের মনোয়ারা সিকদার মেডিকেল কলেজের শিক্ষকসংখ্যা মাত্র ১০।

মেডিকেল শিক্ষার এ এক অকল্পনীয় চিত্র। শুধু শিক্ষকের ঘাটতিই নয়, অবকাঠামোর ঘাটতিও প্রকট। প্রায় ৮০ শতাংশ বেসরকারি মেডিকেল কলেজে বস্তুত হাসপাতাল নেই। কিন্তু বিধান অনুযায়ী প্রতিবছর ৫০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হন—এমন প্রতিটি মেডিকেল কলেজে অবশ্যই ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট একটি হাসপাতাল থাকতে হবে। হাসপাতাল ছাড়া মেডিকেল শিক্ষা পৃথিবীর কোনো দেশেই কল্পনা করা হয় না। ল্যাবরেটরি, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ইত্যাদিরও ঘাটতি রয়েছে। মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও পরিচালনার নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে না—এই অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও বিপুলসংখ্যক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

আমাদের আরও অনেক চিকিৎসক প্রয়োজন। কিন্তু নিশ্চিত করতে হবে যে যাঁরা চিকিৎসকের ডিগ্রি পাচ্ছেন, তাঁরা মানসম্পন্ন মেডিকেল শিক্ষা পেয়েই ডিগ্রিটা পাচ্ছেন। নইলে এই ব্যবস্থায় মেডিকেল শিক্ষা বিপজ্জনক। কারণ চিকিৎসকের পেশার সঙ্গে মানুষের জীবন-মরণের প্রশ্ন জড়িত। তাই শিক্ষকের সংখ্যা বাড়াতে হবে, অন্য সমস্যাগুলোর দ্রুত সমাধান করতে হবে। ১০ বা ১৮ জন শিক্ষক নিয়ে চলছে যেসব মেডিকেল কলেজ, সেগুলো অতিসত্বর ন্যূনতম প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষক না দিলে বন্ধ করে দেওয়া হোক।